দেশ-বিদেশ ও রাজ্যের খবর

জুনে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনে প্রাকৃতিক গ্যাস, উদ্যোগী বিজিসি

সৌম্যজিৎ সাহা • দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রান্না করতে করতে হঠাৎ গ্যাস শেষ! অতিরিক্ত মজুত করা সিলিন্ডার থাকলে সমস্যা হয় না। যাঁদের সেটা নেই, তাঁদের পড়তে হয় মহা বিপদে। রান্না ছেড়ে সিলিন্ডার বুকিং করতে ব্যস্ত হয়ে যান গৃহকর্তা বা কর্ত্রী। তবে এবার এসবের ঝক্কি আর পোহাতে হবে না বাসিন্দাদের। এই নিয়ে মুশকিল আসান হতে চলেছে শীঘ্রই। কারণ জুন মাস থেকেই পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস বা পিএনজি গৃহস্থ বাড়িতে সরবরাহ শুরু করে দেওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি (বিজিসি)। এমনই পরিকল্পনা নিয়ে এগচ্ছে তারা। কল্যাণী অথবা চন্দননগরে এই কাজের সূচনা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে যেখানে যেমন পাইপলাইনের কাজ শেষ হবে, সেখানে এই পরিষেবা চালু করে দেবে কর্তৃপক্ষ। তবে কলকাতায় বাড়ি বাড়ি প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ শুরু হতে আরও এক বছরের বেশি সময় লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের মাধ্যমে পিএনজি পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছে রাজ্যে। বিভিন্ন জেলায় পাইপ বসানোর কাজ চলছে জোর কদমে। কবে থেকে মিলবে এই পরিষেবা, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান হচ্ছে। কল্যাণী এবং চন্দননগরে গ্যাস সরবরাহ করার পাইপ বসানোর কাজ অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বিজিসি'র দুটি সিটি গেট স্টেশন (যেখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আসবে) গয়েশপুর এবং মগরাতে করা হয়েছে। এই দুটি জায়গা যথাক্রমে কল্যাণী এবং চন্দননগরের কাছে। তাই যেকোনও একটি জায়গা থেকেই এই পরিষেবার সূচনা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিজিসি'র সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সবমিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে। পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলেই, সেখানে গ্যাসের সংযোগ নেওয়ার জন্য প্রচার করা হবে বলে খবর। তবে এখনও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে এবং যশোর রোডে পাইপ বসানোর কাজ বাকি আছে। সেটা হলে অনেকটাই এগিয়ে যাবে এই প্রকল্প। প্রসঙ্গত, বিজিসি কলকাতা ও তার সংলগ্ন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং নদীয়ার একাংশে পাইপলাইন বসিয়ে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজারের মধ্যে ৬০০ কিলোমিটার পাইপলাইন ইতিমধ্যে বসে গিয়েছে।

অন্তত সাত দিন। তাঁর পরে ফেরার পথ ধরবেন দু'জন। তবে, সেটি নির্ভর দিয়েছিলেন সুনীতা ও বুচ। সংবাদ সংস্থা | কাউকে বাদ না দিয়ে শুল্কের নখদন্ত থাকার কথা বলেছেন।

সিএনজি চালিত ফেরি পরিষেবার ভাবনা বেঙ্গল গ্যাসের

অঙ্কুর সেনগুপ্ত

এ বার রাজ্যে সিএনজি চালিত ফেরি পরিষেবা চালু করতে আগ্রহী বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। সংস্থা সূত্রের খবর, আপাতত হুগলি ঘাট থেকে হালিশহর পর্যন্ত সরকারের যে ফেরি পরিষেবা আছে, সেই রুটেই একটি ভেসেল পরীক্ষামূলক ভাবে চালাতে চায় তারা। রাজ্যকে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি। তবে সরকারের মনোভাব জেনেই এগোনো হবে। বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় বাড়িতে পাইপবাহিত রান্নার গ্যাস পৌঁছনোর প্রকল্প রয়েছে বেঙ্গল গ্যাসের। এ জন্য ১২,০০০ কিমি-র বেশি পাইপ বসাচ্ছে তারা। প্রকল্পের খরচ ৫০০০ কোটি টাকার বেশি। তার সঙ্গেই সিএনজি নির্ভর ফেরি পরিষেবা দিতে চায় সংস্থা। এ নিয়ে শীঘ্রই রাজ্যের সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক সংস্থার শীর্ষ কর্তারা।

সূত্র জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই ফেরির জন্য হুগলি ঘাটে সিএনজি পাম্প তৈরির জন্য জমি দেখে রেখেছে বেঙ্গল গ্যাস। পরীক্ষামূলক ফেরি চালানো সফল হলে হুগলি নদীর দু'ধারে যে রুটগুলিতে সরকারি ফেরি পরিষেবা রয়েছে, সেগুলিতেও সিএনজি ফেরি চালাবে সংস্থা।

সিএনজি-র মতো পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে রাজ্যের নীতিগত সমস্যা নেই বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিএনজি চালিত বাস রাস্তায় নামিয়েছে সরকার। এতে খরচ কম। তবে সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রের খবর, ডিজ়েলে চলা ফেরিগুলি সিএনজি-তে চালাতে প্রযুক্তিগত কী বদল করতে হবে, তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি রিভার ক্রুজ়-সহ পর্যটন দফতরের যে সব ফেরি রয়েছে, সেগুলি সিএনজি-তে কতটা চালানো যায় তা-ও রাজ্যকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হবে বলে জানাচ্ছে বেঙ্গল গ্যাস সূত্র।

২০০ সিএনজি বাস

শ্যামগোপাল রায়

কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রার কথা মাথায় রেখে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে শহরে ২০০টি সিএনজি বাস নামাতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর। এতে যেমন দূষণের মাত্রা কমবে, তেমনই শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে বলে দাবি পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের।

সরকারি সূত্রের খবর, এই বাস কেনার জন্য চলতি বছরের জানুয়ারিতে পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে নবান্নের কাছে অর্থ বরাদ্দের আবেদন করে চিঠি দেওয়া হয়। সেই আর্জি মেনে ১২৫ কোটি টাকা সম্প্রতি বরাদ্দ করেছে নবান্ন। ওই অর্থে ৯ মিটারের মাঝারি মাপের বাস কেনা হবে ৩০টি, ১২ মিটারের সেমি ডিলাক্স বাস কেনা হবে ১২০টি। এ ছাড়া ডিলাক্স বাস (পুশব্যাক সিট) কেনা হবে ৫০টি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে শহরের বাসের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। কথা বলেছিলেন যাত্রীদের সঙ্গে। যাত্রীরা যে সব রুটে বাস কম থাকার অভিযোগ করেছিলেন, সেই সব রুটে নতুন বাস নামানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, উল্টোডাঙা–এয়ারপোর্ট, উল্টোডাঙা–সাপুরজি, উল্টোডাঙা–যাদবপুর, ধর্মতলা–দমদম, বেলগাছিয়া–সায়েন্স সিটির মতো রুটে চলবে এই বাসগুলি। পরিবহণ বলেন, ‘দূষণের কথা মাথায় রেখে পরিবেশবান্ধব ভেসেল কিছুদিন আগেই চালু হয়েছে। এ বার আমরা সিএনজি চালিত বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ এ প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, ‘পেট্রোল বা ডিজ়েল চালিত বাস থেকে বেরনো ধোঁয়া বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছে। সিএনজি বাসে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমানো যাবে।’

নজরে পরিবেশ

নামছে ২০০টি সিএনজি বাস

দাম ৪২ থেকে ৬৫ লক্ষের মধ্যে

সিএনজির সুবিধে

- রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক কম
- আরামদায়ক
- দাম ব্যাটারি চালিত বাসের থেকে কম
- দীর্ঘ সময় ধরে সার্ভিস

প্রথমে দশটি এবং পরবর্তীকালে আরও ১৩টি মৌজায় সমীক্ষা চালানো হবে। মিলিয়ে এক বছর ধরে চার ধাপে সমীক্ষার কাজ হবে।

রাজপুর সোনারপুরের ৫টি ওয়ার্ডে গ্যাসের পাইপ বসানোর কাজ শেষ

এবার বাড়ি বাড়ি সংযোগের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি দক্ষিণ ২৪ পরগনা: আশায় বুক বাঁধছেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই এখানে পাড়ায় পাড়ায় গ্যাসের পাইপ বসানোর কাজ শেষ করেছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। তাহলে কি শীঘ্রই মিলবে এই পরিষেবা? এ নিয়ে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও গ্যাস কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, সবে পাড়ায় পাড়ায় পাইপ বসানোর কাজ হয়েছে। এখনও বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হয়নি। এই পরিষেবা পেতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

জানা গিয়েছে, ৮, ১৬, ১৭, ১৮, এবং ১৯ নম্বর— এই পাঁচটি ওয়ার্ডের অলিগলিতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার জুড়ে মাটির নীচে বসে গিয়েছে পাইপ। পরের ধাপে বাড়ির ভিতরে গ্যাসের লাইন দেওয়া হবে। গ্যাস কোম্পানির এক আধিকারিক বলেন, মূল সড়কে বড় পাইপলাইন বসানো হয়েছে, তা থেকেই ওয়ার্ডের অলিগলিতে ছোট ব্যাসের পাইপ দিয়ে গ্যাস পাঠানো হবে। ধাপে ধাপে অন্যান্য ওয়ার্ডেও এই কাজ হবে। এই গ্যাসের সংযোগ নেওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। কীভাবে মিলবে সংযোগ, লাইন নেওয়ার প্রক্রিয়া কী, কত টাকা পড়বে ইত্যাদি জানতে চাইছেন তাঁরা। আপাতত কামালগাজি থেকে বারুইপুর পর্যন্ত মেন রোডের নীচে দিয়ে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পাইপ বসানোর অনুমতি পেয়েছে গ্যাস কোম্পানি। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই আট কিলোমিটার পাইপ পাতার কাজ হয়ে গিয়েছে।

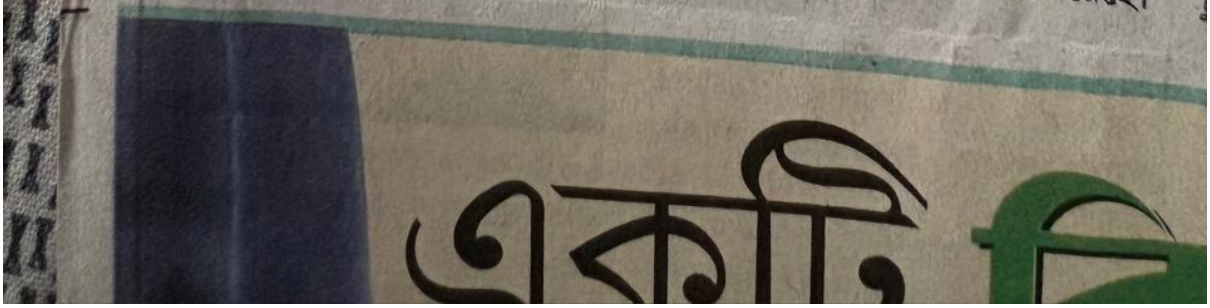

প্রতারকদের খপ্পরে কাউন্সিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাকপুর: কিছুদিন আগে বারাকপুরে গ্যাসের কানেকশন দেওয়ার নাম করে সাইবার প্রতারণার চেষ্টা হয়েছিল। বাসিন্দাদের কাছ থেকে আধার কার্ড চাওয়া হচ্ছিল। এবার কাউন্সিলারকেই নিশানা করল প্রতারকরা। রবিবার তাঁর মোবাইলে ওটিপি পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতানোই ছিল সাইবার প্রতারকদের লক্ষ্য। বারাকপুর পুরসভার দু'নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্রাট তপাদারকে ওটিপি পাঠিয়ে ফোন করে ওটিপি নম্বর জানতে চায়। যদিও তিনি তা জানাননি। সোমবার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন। তদন্তে নামে বারাকপুর পুলিস কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানা। তারা জানিয়েছে, হরিয়ানা ও গুরুগ্রাম থেকে প্রতারকরা এই চক্র চালাচ্ছে।